পায়ের আওয়াজ

কামরুন নাহার
alorkona@yahoo.com

বাঁশঝাড়ের জমাটবদ্ধ অন্ধকারের বৃত্তে,
আমি জনতা দাঁড়িয়ে আছি নির্বিষ, নির্ভীক চিত্তে,
যতই শেয়াল, ঘুগরে, পেঁচা আঁধার চিড়ে ফেলুক,
নিশিডাকের ভয় ছোঁবে না আবেগতাড়িত বুক,
আমি সুস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সেই মিষ্টি আওয়াজ,
মেঠো পথ ধরে আসছে যে, বাংলায় তার স্বরাজ,
লক্ষ্য তার এই জনতার হৃদয়ের সিংহাসন,
নয় বুটের মচমচ, ভারী অস্ত্রের ঝনঝন,
নূপুরের রুমঝুম শব্দ আসছে না ভেসে ভেসে,
হৃদয়ের কান পেতে শোনো, নাঙ্গা পায়ে আসছে সে,
সাবধানে ফেলে পদক্ষেপ, চারদিক দেখে শুনে,
যেন পদদলন না পড়ে অতি সাধারণ তৃণে,
শুভ্র পকেটহীন বসন, যেন মুক্তির নিশানা
হাওয়ায় উড়ছে পতপত, যেন পায়রার ডানা,
এক হাতে বাঁশের বাঁশি, অন্য হাতে শ্বেত চন্দন,
লক্ষ্য তার এই জনতার হৃদয়ের সিংহাসন॥

———————————————————————

কবিতার ব্যাখ্যা: বাঙালি জনতা জমাটবদ্ধ হতাশার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ চিত্ত ভয়শূন্য ও বিদ্বেষহীন । চারদিকে এত বিপদ, তবু তারা আবেগে আপ্লুত, কারণ তারা একজন নেতার আগমনের পদধবনি শুনতে পাচ্ছে। সেই নেতা সিংহাসন দখলের স্বপ্ন দেখছে না, তার লক্ষ্য জনগণের হৃদয় জয়। তার পায়ের আওয়াজ বুটের ভারী শব্দ নয়, যার সাথে অস্ত্রের ঝনঝন থাকে। তার পায়ের আওয়াজ কোনো নারীর নূপুরের রুমঝুম শব্দের মতোও কোমল নয়। সে আসছে খালি পায়ে। কারণ সে চায় না, তার পায়ের নিচে পড়ে একটি সাধারণ ঘাসও পিষ্ট হোক । দলন পীড়ন যেমন সে চায় না, তেমনি চায় না নিজের জন্য ধন অর্জন। তাই তার পোশাকে পকেট নেই। তাপসের মতো সেলাইবিহীন সেই শুভ্র কাপড়ের এক প্রান্ত বাতাসে পতাকার মতো, পায়রার ডানার মতো উড়ছে। অর্থাৎ সে শান্তির বার্তা নিয়ে আসছে। এক হাতে তার বাঁশি এবং অন্যহাতে শ্বেতচন্দন । একটি প্রেমের গান গায়, অন্যটি সুগন্ধ ছড়ায়। অর্থাৎ মানবপ্রেম ও জ্ঞান ছড়াতে আসছে। এ কবিতায় ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ক্ষমতায় এক তাপস নেতার আগমনের স্বপ্ন দেখা হয়েছে।